বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা (বাকৃবি যৌহনি নীতিমালা)

১. ক) এই নীতিমালা **"বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা (বাকৃবি যৌহনি নীতিমালা)"** হিসাবে আখ্যায়িত হইবে।

খ) এই নীতিমালা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮' এর আলোকে প্রণীত হইয়াছে।

গ) এই নীতিমালা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা ঃ

ক) বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-কে বুঝাইবে।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তব কে বুঝাইবে।

গ) শিক্ষক ঃ শিক্ষক বলিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দকে বুঝাইবে।

ঘ) শিক্ষার্থী ঃ শিক্ষার্থী বলিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দকে বুঝাইবে।

ঙ) কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে বুঝাইবে।

চ) নিরোধ কেন্দ্র ঃ নিরোধ কেন্দ্র বলিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রকে বুঝাইবে।

ছ) কমিটি ঃ কমিটি বলিতে নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটিকে বুঝাইবে।

৩. নীতিমালার লক্ষ্য ঃ

সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল-

ক) যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন যে একটি দন্ডনীয় গুরুতর অপরাধ তাহা নির্দিষ্ট করা।

খ) যে বা যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ, তাহার বা তাহাদেরসহ সকলের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ এবং বিচারের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা।

গ) প্রথম থেকেই যাহাতে সকলেই এই অপরাধের পরিনাম এবং অপরাধ করিলে কি দায় বহন করিতে হইবে সে সম্পর্কে অবগত ও সতর্ক থাকে।

ঘ) আক্রান্তদের, ক্ষতিগ্রস্থদের ও ভূক্তভোগিদের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সম্মন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩.১ এই নীতিমালার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে ঃ

ক) অভিযোগ দাখিলের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) অপরাধী/অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

গ) অভিযোগকারী ও সাক্ষীসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ) বিচারের ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ও ত্বরান্বিত করা।

ঙ) বিচার প্রার্থী/প্রার্থীদের বা তাহার/তাহাদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি, হেয় ও নিগৃহীত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে সুনির্দিষ্ট করা। এবং

চ) উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. নীতিমালার আওতা ঃ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশি- ষ্ট বা সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত বিভিন্ন পেশার মানুষ, ভর্তিচ্ছু এবং অভ্যাগত যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে।

ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অভ্যন্ড়রে অবস্থিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের শিক্ষার্থী।

খ) বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অভ্যন্ড়রে অবস্থিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের শিক্ষকবৃন্দ।

গ) বিশ্ববিদ্যালয় ও এর অভ্যন্ড়রে অবস্থিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তবের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন পেশার মানুষ।

ঙ) বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্ড়রে বসবাসকারী সকল মানুষ।

চ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অভ্যন্ড়রে অবস্থিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা/মক্তব এর ভর্তিচছু শিক্ষার্থী বা তাহাদের সঙ্গীরা।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী কিংবা কোন উদ্দেশ্যে আগত নারী-পুর"ষ (বিশেষতঃ যদি যাতায়াতের সময় বা অবস্থানকালে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়)।

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি বা কর্মের সন্ধানে আগত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ।

ঝ) তবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই অভ্যাগত হইলে এই নীতিমালা তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। সেইক্ষেত্রে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হস্ড়ান্ড়র করিতে হইবে।

৫. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন এর সংজ্ঞা ঃ

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বলিতে নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ডকে বুঝাইবে ঃ

ক) শ্রেণী কক্ষের ভিতরে বা বাহিরে অবাঞ্ছিত মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা।

খ) ইঙ্গিতপূর্ণ বা অশোভন অঙ্গভঙ্গী, কটূক্তি, টিটকারি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, চলাফেরার সময় পিছু নেওয়া ইত্যাদি আচরণের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা।

গ) চিঠিপত্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল, এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, বেঞ্চ/চেয়ার/টেবিল/নোটিশ বোর্ডে লিখন, নোটিশ, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হেয় করা, উত্যক্ত করার চেষ্টা বা উত্যক্ত করা।

ঘ) যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুৎসা রটনা এবং/অথবা তদুদ্দেশ্যে ছায়াছবি, স্থির চিত্র, ডিজিটাল ইমেজ, চিত্র, কার্টুন, প্রচারপত্র, উড়োচিঠি, মন্তব্য বা পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রচার এবং স্থির বা ভিডিত্ত চিত্র ধারণ, প্রেরণ, প্রদর্শন ও প্রচার করা।

ঙ) লিঙ্গীয় ধারণা থেকে কিংবা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বা শিক্ষা বহির্ভূত ব্যক্তিগত কাজে বাধা প্রদান করা।

চ) শ্রেণী কক্ষের ভিতরে বা বাহিরে শিক্ষক/শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে অপ্রাসঙ্গিক,

যৌন বিষয় উত্থাপন করে হয়রানিমূলক আচরণ করা।

ছ) যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের চেষ্টা করা।

জ) নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাত্রায় যৌন হয়রানি করা।

ঝ) বলপূর্বক প্রেমের সম্মতির জন্য উত্ত্যক্ত করা বা প্রেমের প্রস্ড়াব প্রত্যাখানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান করা,

ঞ) যৌন আক্রমনের হুমকি বা ভয় দেখিয়ে কোন কিছু করতে বাধ্য করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপন, শিক্ষা বা কর্মজীবন ব্যাহত করা।

ট) যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে শরীরের যে কোন অংশ যে কোনভাবে স্পর্শ করা বা আঘাত করা।

ঠ) ভয়/প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের পেশাগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কিংবা স্থাপন করা। এবং

ড) ধর্ষণের চেষ্টা কিংবা ধর্ষণ।

৬. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের গঠন ঃ

ক) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সংক্রান্ড় অভিযোগ গ্রহণ, আনুষঙ্গিক তদন্ড় ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রোক্টর কার্যালয়ে একটি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে।

খ) নিরোধ কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি নিম্নবর্ণিতরূপে গঠিত হইবে ঃ

i.	সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন শিক্ষক	-	সভাপতি
ii.	মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন শিক্ষিকা	-	সদস্য
iii.	বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত নয় এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ক আইন সহায়তা প্রদানে অভিজ্ঞ একজন মহিলা আইনজীবী	-	সদস্য
iv.	প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘ সময় ধরে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সম্পর্কিত কাজে অভিজ্ঞ কোন নারী অধিকার/মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি	-	সদস্য
v.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত কমিশনের একজন সদস্য অথবা তাহার প্রতিনিধি	-	সদস্য
vi.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
vii.	মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন শিক্ষিকা	-	সদস্য-সচিব

গ) নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি ২ (দুই) বছর মেয়াদি হইবে। তবে কোন সদস্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ, বিদেশ গমন অথবা অসুস্থতা জনিত কারণে কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই পুনর্বিন্যাস করা যাইবে।

ঘ) মেয়াদ শেষে পরবর্তী কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ড় পূর্ববর্তী কমিটি দায়িত্ব পালন করিবে।

ঙ) ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে ন্যূনতম ৪ (চার) জন নারী সদস্য থাকিতে হইবে।

চ) কমিটি গঠনের পর সদস্যদের নাম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে।

ছ) সদস্য-সচিব নিরোধ কেন্দ্রের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করিবেন।

৭. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল ঃ

ক) সাধারণভাবে ঘটনা ঘটার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিরোধ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে।

খ) নিরোধ কেন্দ্র/পরিচালনা কমিটি কর্তৃক অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের নাম পরিচয়ের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকিবে এবং অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ড় অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নাম পরিচয়েরও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকিবে। তবে উলে- খ্য যে, উভয়পক্ষের নিজ নিজ পরিচয় প্রকাশের অধিকার অক্ষুন্ন থাকিবে।

গ) প্রোক্টরিয়াল বডি অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘ) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হইতে পারিলে তাহার আত্মীয়, বন্ধু বা আইনজীবীর মাধ্যমে স্বাক্ষরকৃত অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

ঙ) নিরাপত্তার সমস্যা থাকিলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অভিযোগ প্রেরণ করা যাইবে।

চ) অভিযোগকারী নারী হইলে অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত নারী সদস্যের কাছে আলাদাভাবে অভিযোগ জমা দিতে পারিবেন।

৮. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের কার্যপ্রণালী ঃ

ক) নিরোধ কেন্দ্রে প্রাপ্ত অভিযোগ সমাধান করার মত হইলে সাধারণভাবে ৫ এর (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) এবং (চ) শ্রেণীর অভিযোগ নিরোধ কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি নিষ্পত্তি করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত রিপোর্ট প্রদান করিবে।

খ) অভিযোগের গুর"ত্ব বিবেচনায় যদি ৮ এর (ক) নং এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য না হয় তবে নিরোধ কেন্দ্র সর্বোচ্চ সাত কার্যদিবসের মধ্যে আনুষাঙ্গিক তদন্ড় ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম শুর" করিবে।

গ) কমিটি তদন্ড় করার জন্য পক্ষগণকে এবং সাক্ষীগণকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/বাহক মারফত নোটিশ প্রদান করিবে।

ঘ) কমিটি প্রয়োজনীয় শুনানী, তথ্য-সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা বিশে- ষন করিবে।

ঙ) কমিটি প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশি- ষ্ট দলিলপত্র পর্যালোচনা করিতে পারিবে।

চ) যেহেতু এ জাতীয় অভিযোগে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ কম থাকে, তাই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির উপর জোর দিতে হইবে।

ছ) নিরোধ কেন্দ্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস/বিভাগ/শাখা চাহিবামাত্র সকল সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

জ) সাক্ষ্য গ্রহণকালে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন প্রকার হেয়, নিগ্রহ, হয়রানিমূলক প্রশ্ন এবং আচরণ করা যাইবে না।

ঝ) প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদানে কেউ সমস্যা বোধ করিলে সম্ভাব্য বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করে কমিটি সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঞ) অভিযোগ করার পর যদি অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযোগের তদন্ড় বন্ধের আবেদন করেন তবে এর কারণ অনুসন্ধান পূর্বক রিপোর্টে উলে- খ করিতে হইবে।

ট) নিরোধ কেন্দ্র সর্বোচচ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ড় কাজ শেষ করে কমিটির রিপোর্ট প্রদান করিবে, তবে বিশেষ যৌক্তিক কারণে তদন্ডের সময়কাল সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্যদিবস পর্যন্ড় বর্ধিত করা যাইতে পারে।

ঠ) নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি সদস্যদের সর্বসম্মতিতে, অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করিবে।

ড) অভিযোগ প্রমাণিত হইলে নিরোধ কেন্দ্র অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্ড়ির নির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট জমা দিবে।

ঢ) যদি প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা হইলে নিরোধ কেন্দ্র অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের উপযুক্ত শাস্ড়ির সুপারিশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট জমা দিবে।

৯. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন এর শাস্ড়ি ঃ

নিরোধ কেন্দ্রের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে সকল পর্যায় শেষ করিয়া অপরাধীর শাস্ড়ি সম্পর্কে সিদ্ধান্ড় প্রদান করিবে।

৯.১. অপরাধী যদি শিক্ষার্থী হন তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোন শাস্ড়ি দেওয়া যাইবে ঃ

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ।

খ) লিখিত সতর্কীকরণ।

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও প্রচার।

ঘ) অর্থ জরিমানা/বৃত্তি বাতিল ও প্রচার।

ঙ) ৬ (ছয়) মাস/১ (এক) সিমেস্টারের জন্য বহিস্কার ও প্রচার।

চ) এক বছরের জন্য বহিস্কার ও প্রচার।

ছ) দুই বছরের জন্য বহিস্কার ও প্রচার।

জ) চিরতরে বহিস্কার ও প্রচার।

ঝ) সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্ড়ি প্রদানের জন্য নিকটস্থ পুলিশের কাছে হস্ড়ান্ড়র।

৯.২. অপরাধী যদি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া নিম্নোক্ত যে কোন শাস্ড়ি দেওয়া যাইবে ঃ

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ।

খ) লিখিত সতর্কীকরণ।

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও প্রচার।

ঘ) অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা এবং অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া তাহা অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান।

ঙ) অপরাধী/অপরাধীদের পদাবনতি এবং অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া তাহা অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান।

চ) বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি।

ছ) অপরাধী/অপরাধীদের চাকুরীচ্যুতি এবং অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নিকট হইতে জরিমানা আদায়

করিয়া তাহা অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান।

ঙ) নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্ড়ির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা।

ঝ) চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্ড়ি প্রদানের জন্য নিকটস্থ পুলিশের কাছে হস্ড়ান্ড়র।

৯.৩. অপরাধী যদি শিক্ষক হন তাহা হইলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেওয়া যাইবে ঃ

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ।

খ) লিখিত সতর্কীকরণ।

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও প্রচার।

ঘ) নির্দিষ্ট কোর্সসমূহে পাঠদান, পরীক্ষার কাজ এবং সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি।

ঙ) অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা এবং অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া তাহা অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান।

চ) অপরাধী/অপরাধীদের পদাবনতি এবং অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া তাহা অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান।

ছ) বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি।

জ) অপরাধী/অপরাধীদের চাকুরিচ্যুতি এবং অভিযুক্ত/অভিযুক্তদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া তাহা অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান।

ঝ) নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে চাকুরিচ্যুতি এবং শাস্ড়ির বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা।

ঞ) চাকুরিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্ড়ি প্রদানের জন্য নিকটস্থ পুলিশের কাছে হস্ড়ান্ড়র।

৯.৪. অপরাধী যদি ক্যাম্পাসে বসবাসরত বা আগত বা যাতায়াতকারী কোন ব্যক্তি হন তাহা হইলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেওয়া যাইবে ঃ

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ।

খ) লিখিত সতর্কীকরণ।

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও প্রচার।

ঘ) ক্যাম্পাসে আগমন, চলাচল বা বসবাস নিষিদ্ধ করা।

ঙ) সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্ড়ি প্রদানের জন্য নিকটস্থ পুলিশের কাছে হস্ড়ান্ড়র।

১০. নিরোধ কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মে বাস্ড়বায়ন করিবে।

১১. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সম্পর্কে সচেতনতা ও জনমত গঠন ঃ

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে নিরাপদ পরিবেশ তৈরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রচার ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিবে ঃ

ক) নতুন ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের দিন বিতরণকৃত ওরিয়েন্টেশন

স্মরণীকায় এই নীতিমালা মূদ্রণ ও প্রচার করিতে হইবে। ছাত্র বিষয়ক বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

খ) অনুষদ ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের সময় এ বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করিতে হইবে। সংশি- ষ্ট অনুষদের ডীন মহোদয়গণ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল, বাসভবন, অফিস/বিভাগ/শাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা/মক্তব ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই নীতিমালার ব্যাপক প্রচার করিতে হইবে। জনসংযোগ ও প্রকাশনা এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘ) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে এই নীতিমালার অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে। রেজিস্ট্রার কার্যালয় এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঙ) প্রোক্টর কার্যালয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মত বিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষা করিবে।

১২. কাউন্সেলিং সেবা প্রদান ঃ

হেলথ কেয়ার সেন্টার নিরোধ কেন্দ্রের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এই সেবার আওতায় সাইকোথেরাপির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর সেবাদান করিবেন। যাহারা যৌন হয়রানির শিকার হইবেন তাহারা এই কেন্দ্রে যোগাযোগ করিয়া সাইকোথেরাপির সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এই কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনে অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণের লক্ষ্যে নিরোধ কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

১৩. তহবিল ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে বরাদ্দ ও মঞ্জুর করিবে।

১৪. প্রণীত নীতিমালার উপর কোন ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্টায়নের প্রয়োজন হইলে সেইক্ষেত্রে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের ব্যাখ্যা বা স্পষ্টায়ন চূড়ান্ড় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৫. প্রণীত নীতিমালার আওতায় পড়ে না এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হইলে তাহার উপর চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ডের জন্য বিষয়টি সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করিতে হইবে।

---------- o ----------

বিঃদ্রঃ বিগত ২৪.১০.২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৯৯ তম অধিবেশনে গৃহীত ৯৫ নং সিদ্ধান্মূলে অনুমোদিত